নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৮। নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি (أصول من دعوة الأنبياء والرسل)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২৬। মুমিনদের অন্তরকে তাদের রবের সাথে সংযুক্ত করা এবং তারা ঈমান আনলে ঈমানের উপর অবিচল থাকলে তাদেরকে কল্যাণ ও জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া (ربط قلوب المؤمنين بربهم، ووعدهم بالخير والجنة إذا آمنوا واستقاموا)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32)) ... [فصلت: 30 ـ 32]

'নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাই আমাদের রব', অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে অবতীর্ণ হনএবং বলেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার ওয়াদাপ্রাপ্ত তোমরা হয়েছিলে। (৩০) 'আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু ও আখেরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরও থাকবে যা তোমরা দাবী করবে। (৩১) পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ' (সূরা হা-মীম সাজদা: ৩০-৩২)।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَوْماً فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ». صحيح/ أخرجه أحمد برقم (2669) , وأخرجه الترمذي برقم (2516)

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে (আরোহী) ছিলাম। তিনি বললেন: ওহে বালক! আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে, তিনি তোমার হিফাযত করবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য রাখবে, তাকে তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লার কাছেই চাইবে, যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, সমস্ত উম্মতও যদি তোমার উপকার করতে একত্রিত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তোমার তাক্বদীরে যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া কোন উপকার তারা তোমার করতে পারবে না। আর সব উম্মত যদি তোমার ক্ষতি করতে একত্রিত হয়ে যায়, তবে তোমার তাক্বদীরে আল্লাহ তা'আলা যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আর লিখিত কাগজসমূহ শুকিয়ে গেছে' (আহমাদ, হা/২৬৬৯; তিরমিযী, হা/২৫১৬)। এ হাদীছটি হাসান-ছহীহ।

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ

لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ» أخرجه البخاري برقم (6474)

সাহল ইবনু সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি তার দু'চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হিফাযতের নিশ্চয়তা আমাকে দিবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৪)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9367

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন